দৈনিক ইনকিলাব

081

তথ্য ও পরিসংখ্যান ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 21 MAR 1987
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

শিক্ষাঙ্গন

পরীক্ষায় দুর্নীতি

যে কোন দেশেরই স্বনির্ভরতা এবং মর্যাদা বৃদ্ধি পায় শিক্ষার মাধ্যমে। শিক্ষার আলো যেখানে প্রবেশ করেছে, সেখানেই উন্নতি হয়েছে। যেখানে শিক্ষা নেই সেখানে আলো থেকেও অন্ধকার। আমাদের দেশের যে কোন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রথম শ্রেণী থেকে উচ্চতর শ্রেণীসমূহ পর্যন্ত দুর্নীতি নামক সংক্রামক ব্যাধিটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। দেশের এসএসসি, এইচএসসি পরীক্ষাসমূহের কথাই ধরা যাক। আজকাল যে ছাত্র বছরে ১ মাসও পড়ালেখা করে না সেও দেখা যাচ্ছে দিব্যি নির্বিঘ্নে পরীক্ষা দিয়ে সার্টিফিকেট অর্জন করছে। আর কোন ছাত্র অনেক কষ্ট করে পড়ালেখা করেও দু'একটা নম্বরের জন্য ফেল করে। যদি সে পরীক্ষার হলে মেজিষ্ট্রেট কিংবা হল গার্ডকে আগেই 'ম্যানেজ' করতে পারত তাহলে তাকে ফেল নামক হৃদয়বিদারক শব্দটির সাথে পরিচিত হতে হতো না। এ ব্যাপারে উর্ধ্বতন মহলকেই বেশী দায়ী করা যায়। কারণ পরীক্ষা পরিচালনার দায়িত্ব যাদের দেয়া হয় তারা অন্যদের উপর সেই দায়িত্ব দিয়ে বসে থাকেন অথবা নিজের দায়িত্বকে হেলা করেন। আমাদের দেশে নকল প্রবণতা বর্তমানে সংক্রামকজনিত রোগের চেয়েও মারাত্মক হয়ে পড়েছে। প্রাথমিক পর্যায় থেকে ছেলেমেয়েদের পরীক্ষায় যদি অসদুপায় অবলম্বন করতে না দেয়া হয় তা হলে উচ্চস্তরেও পরীক্ষার দুর্নীতি কিংবা নকল প্রবণতা ধীরে ধীরে হ্রাস পাবে। কর্তৃপক্ষ শিক্ষা ক্ষেত্রের দুর্নীতি দমনে কোন পন্থাই অবলম্বন করেন না অথবা ছাত্রদের অধিক মনোযোগ সহকারে পড়ালেখা চালিয়ে যেতে পরামর্শ দেন। কিন্তু যে ছেলেটি সারা বছর পরিশ্রম করে পড়ালেখা করে আর পরীক্ষার হলে গিয়ে দেখে অন্যান্যরা সমানে নকল করছে তখন সে তার পড়ালেখার প্রতি উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। ফলস্বরূপ পরীক্ষার ফলাফল আশানুরূপ হয় না।

প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ বলে ছেলেমেয়েদের বিদ্যার্জন হয় না, ডিগ্রী লাভ করাই শুধু হয়।

সরকারী এবং বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে যদি প্রতি সপ্তাহে পঠিতব্য বিষয়ের উপর পরীক্ষা নেওয়া হয় তা হলে ছাত্রদের পড়ার প্রতি গুরুত্ব দিতে বাধ্য করবে এবং তারা লেখাপড়ায় আগ্রহী হবে।

সুতরাং পরীক্ষায় দুর্নীতি এবং প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা দূর করে নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার পূর্ব মুহূর্তে এ বিষয়গুলো আমাদের ভেবে দেখতে হবে।

—এ. কে. মোহাম্মদ আলী,